নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় পরিদর্শন

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী,
সচিব, কর্মকর্তা ও সহকর্মীবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তর অধিদপ্তরের কর্মকর্তাসহ উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। সারাদেশে জালের মত বিস্তৃত এ নদীপথকে ঘিরে গড়ে উঠেছে আমাদের নৌ-পরিবহন ব্যবস্থা।

নৌ-পরিবহন ব্যবস্থা কেবলমাত্র যাত্রী এবং মালামাল পরিবহণেই সম্পৃক্ত নয়; আমদানি-রপ্তানি, বন্দর ব্যবস্থাপনার মত সুবৃহৎ কার্যক্রমও এর সাথে যুক্ত। নৌ-পরিবহন সেক্টর দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক ভূমিকা পালন করছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন দেশের নৌ-পরিবহণ খাতকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালে তিনি “বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন” গঠন করেন। চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন ও পূণর্বাসন কার্যক্রম হাতে নেন।

প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি ৮ জুলাই ১৯৭৪ থেকে ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৫ পর্যন্ত নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিজের অধীনে রেখেছিলেন। নদীমাতৃক বাংলাদেশের নৌ-পরিবহণ খাতকে শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন।

তিনি বিআইডব্লিউটিসি’র জন্য ৮টি কে-টাইপ ফেরী, ৫টি বে-ক্রসিং টাগ, ৫টি ইনল্যান্ড টাগ এবং উপকূলীয় এলাকা ও বিভিন্ন দ্বীপাঞ্চলের মধ্যে যাত্রী পরিবহণের জন্য ২৩টি সী-ট্রাক ক্রয় করেন।

পণ্য পরিবহনের জন্য খুলনা শিপইয়ার্ডে ২১টি বে-ক্রসিং বার্জ এবং জ্বালানি তেল পরিবহণের জন্য ২টি ট্যাংকার তৈরি করা হয়। নৌপথগুলোর নাব্যতা রক্ষায় ১৯৭২ সালে ২টি ও ১৯৭৫ সালে ৫ টি ড্রেজার সংগ্রহ করেন। ৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি অচল ড্রেজার মেরামত ও পুনর্বাসন করেন।

চট্টগ্রাম বন্দরের ১ থেকে ৬ নং জেটি পুনর্বাসন, ওয়্যার হাউজ ও ট্রানজিট শেড নির্মাণ, শোর ক্রেন সংগ্রহ ও স্থাপন, মুরিং বোট সংগ্রহ, মালামাল উঠা-নামার যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণ, নেভিগেশন সহায়ক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও কর্ণফুলী নদীর নিয়ন্ত্রণ কাজসহ চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন।

কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যার পর থেমে যায় দেশের নৌ-পরিবহণসহ দেশের সকল সেক্টরের উন্নয়ন।

১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর আমরা নৌ-পরিবহণ খাতের উন্নয়নে কাজ শুরু করি। বিআইডব্লিউটিসি, বিআইডব্লিউটিএ, চট্টগ্রাম বন্দর, মংলা বন্দর, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর, মেরিন একাডেমীসহ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়।

আমরা 'বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ ও অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করি। ডাম্ববার্জ, ট্যাংকার ও কে-টাইপ ফেরী পুনর্বাসন করি। এই কে-টাইপ ফেরীগুলো আরিচায় যানবাহন পারাপারে সার্ভিস দিচ্ছে।

২০০১ সালের এপ্রিল থেকে চাঁদপুর-শরীয়তপুর রুটে ফেরী সার্ভিস চালু করি। ৪টি নতুন সি ট্রাক নির্মাণ করি। উপকূলীয় এলাকা ও দ্বীপাঞ্চলে সী-ট্রাক সার্ভিস চালু করি। এছাড়া শীত মৌসুমে টেকনাফ-সেন্টমার্টিন এবং মংলা-হিরণ পয়েন্ট রুটে পর্যটক সার্ভিস চালু করি।

আমরা চট্টগ্রাম বন্দরের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করি। এর আধুনিকায়ন করি। ২টি বহুমুখী জেটি নির্মাণ, কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ করা হয়। নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ, কার্গো ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন টাগবোট সংগ্রহসহ একটি ৩৩ কেভি সাব-স্টেশন নির্মাণ করা হয়। এছাড়া আমরা Bangladesh Port System Development Project, Master Plan & Trade Facilitation Study শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করি।

১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিলের প্রলংয়কারী ঘূর্ণিঝড়ে চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। কিন্তু বিএনপি-জামাত জোট এসকল অবকাঠামো পুনঃনির্মাণের পদক্ষেপ নেয়নি। আমরা '৯৬ সালে সরকার গঠনের পর এসব অবকাঠামো পুনর্বাসন ও পুনঃনির্মাণ করি।

মংলা বন্দরের অবকাঠামোগত উন্নয়নেও আমরা ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করি। পশুর চ্যানেলে ড্রেজিং করা হয়। মংলা বন্দরের সুপেয় পানি সরবরাহ, আবাসিক ভবন নির্মাণ, 'ওয়েল স্পিল ইম্প্যাক্ট এ্যান্ড রেসপন্স ম্যানেজমেন্ট' প্রকল্প গ্রহণ করি। বেনাপোল স্থল বন্দরে ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়।

সহকর্মীবৃন্দ,

বিএনপি-জামাত জোট আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের প্রতিটি সেক্টরে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছিল। অন্যান্য সেক্টরের মত নৌ-পরিবহন খাতও বিএনপি-জামাতের দূর্নীতি আর লুটপাটের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

লঞ্চ দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে ছাগল দেয়ার মতো অমানবিক রসিকতা করা হয়েছিল। বিএনপি নেত্রীর ভাই আর ছেলেদের লঞ্চ কোম্পানির কাছে অন্যান্য লঞ্চ মালিকেরা জিম্মি হয়ে পড়েছিল। আমরা নৌ-পরিবহন সেক্টরকে সে অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছি। এর উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছি।

নদী দখল ও দূষণমুক্ত রাখা এবং গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর পানি প্রবাহ ও পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে আমরা ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। নৌপথে ৮ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং, এবং ৪ হাজার ঘনমিটার খনন শেষ হয়েছে।

৫৩টি নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে ১২ হাজার কোটি টাকার মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ৩৬টি নদীর খনন কাজ চলছে। বাকীগুলোও খনন করা হবে।

আমরা 'জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন' আইন প্রণয়ন করেছি। এ পর্যন্ত এক হাজার কিলোমিটার নৌপথ ও প্রায় দুই হাজার একর জমি পূনরুদ্ধার করা হয়েছে। দেশের ৩ হাজার ৬০০ কিলোমিটার নৌপথ সংরক্ষণ ও চালু রাখতে এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

রাজধানী ঢাকাকে ঘিরে আমরা বৃত্তাকার নৌপথ নির্মাণ করছি। বুড়িগঙ্গাকে রক্ষার ব্যবস্থা নিয়েছি। হাজারীবাগের ট্যানারি শিল্প-কারখানা সাভার ও কেরানীগঞ্জের ধলেশ্বরী নদীর তীরে সরিয়ে সেখানে চামড়া শিল্পনগরী স্থাপন করেছি। ঢাকার চারপাশের নদীর তলদেশের বর্জ্য অপসারণের কাজ শুরু করেছি। ঢাকার চারপাশের নদীতে পানির প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য যমুনা নদী থেকে পানি প্রবাহের প্রকল্প হাতে নিয়েছি। আমরা মংলা এবং চট্টগ্রাম বন্দরের চ্যানেল ড্রেজিং করার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আমরা ১৪টি ড্রেজার নির্মাণের কাজ শুরু করি। তিনটি ড্রেজার ইতোমধ্যে কাজে নিয়োজিত হয়েছে। আরো ৮টি ড্রেজার শীঘ্রই কাজে নিয়োজিত হবে।

গত মেয়াদে আমরা ১৭টি ফেরী নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করি। এর মধ্যে ১৪টি ফেরী সার্ভিসে নিয়োজিত হয়েছে। আমরা ৭৫ বছর পর ষ্টিমার মডেলের ২টি বৃহৎ যাত্রীবাহী নৌযান নির্মাণ করেছি। আমি নিজে 'এম.ভি বাঙালি' উদ্বোধন করেছি। আরেকটি নৌযান 'এম.ভি মধুমতি' ঈদ-উল-আযহা'র আগেই চালু করবো ইনশাল্লাহ।

সহকর্মীবৃন্দ,

আমরা পটুয়াখালীতে "পায়রা বন্দর" নামে দেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর প্রতিষ্ঠা করেছি। কেরাণীগঞ্জের পানগাঁও-এ দেশের প্রথম অভ্যন্তরীন কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে। সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

মংলা বন্দরের পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। কর্ণফুলী নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিংসহ চট্টগ্রাম বন্দরের অটোমেশন করা হয়েছে।

আমরা এখন বাংলাদেশে নির্মিত নৌযান বিদেশে রপ্তানী করছি যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

আমাদের লক্ষ্য, নৌ-পরিবহন সেক্টরে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী এবং ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটকে আরও কার্যকর করা হয়েছে। মেরিন একাডেমীতে ক্যাডেট সংখ্যা এবং ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটে রেটিং সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আমরাই প্রথম মেরিন একাডেমিতে মহিলা ক্যাডেট ভর্তি কার্যক্রম শুরু করি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৪টি মেরিন একাডেমী স্থাপনের কাজ চলছে। বরিশাল এবং মাদারীপুরে মেরিটাইম ট্রেনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সহকর্মীবৃন্দ,

আমরা ভারতের সাথে বাংলাদেশের কোস্টাল শিপিং এগ্রিমেন্ট প্রণয়ন করছি। এ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনেক সম্প্রসারিত হবে। আমরা শ্রীলঙ্কা এবং মায়ানমারের সাথেও অনুরূপ চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ নিচ্ছি।

মেরিটাইম সেক্টরের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন এবং প্রটোকলে আমরা স্বাক্ষর করেছি। আইএমও বাংলাদেশকে 'বি' ক্যাটাগরীর সদস্যপদ প্রদান করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ঘানা, ইটালী এবং মালয়েশিয়ার সাথে আমাদের 'Certificate of Competency' সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এসব চুক্তির ফলে আমাদের নাবিকগণের ঐসকল দেশের জাহাজে চাকুরি করার সুযোগ পাবেন।

সহকর্মীবৃন্দ,

আমাদের সম্পদ সীমিত। সীমিত সম্পদ দিয়ে টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়ন করাই আমাদের লক্ষ্য। গত পাঁচ বছরে আমরা দেশের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, অবকাঠামো, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ প্রতিটি সেক্টরে ব্যাপক উন্নয়ন বাস্তবায়ন করেছি।

গত পাঁচ বছরে নৌ-পরিবহণ খাতে আমরা যে উন্নয়ন করেছি তা আপনাদের নিরলস পরিশ্রমের ফসল। এ জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

মনে রাখতে হবে, নিরাপদ নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। নৌ-দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার।

নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বল দিকগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলোকে সংশোধন করতে হবে। আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। নৌ দূর্ঘটনায় যাতে আর কোন প্রাণ ঝরে না যায় সেজন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ, নৌ-পরিবহন মালিক, কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ কারো কোন ধরনের গাফিলতি সহ্য করা হবেনা।

সততা, দক্ষতা, আন্তরিকতা ও পেশাদারিত্ব নিয়ে কাজ করে একটি নিরাপদ নৌ পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আমি সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আসুন, সকলে মিলে রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করি।

সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...